ক্রম ৭২১১২১৭

সুন্দরবন নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, ঝুঁকিপূর্ণ ওয়াপদা ভেঁড়ীবাঁধ রক্ষা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকল্পে সমিতি বনায়নের নিমিত্তে **উপকূলীয় পরিবেশ সংরক্ষণ কেন্দ্র (সিসিইসি) এবং নওয়াবেকী-কূপট-দূর্গাবাটী বনায়ন সমিতির মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক (MoU)।**

- ঃ পক্ষ সমূহ ঃ -

প্রথম পক্ষ ঃ
উপকূলীয় পরিবেশ সংরক্ষণ কেন্দ্র (সিসিইসি)
তকদীর মহল, বাসা নং- ৯৩, রোড নং-০২, সোনাডাঙ্গা আ/এ, খুলনা-৯০০০ এর পক্ষে পরিচালক, জনাব মওদুদুর রহমান, পিতা- মোঃ হাবিবুর রহমান, বাড়ী নং-৯৩, রোড নং-০২, সোনাডাঙ্গা আ/এ, খুলনা-৯০০০

দ্বিতীয় পক্ষ ঃ
নওয়াবেকী-কূপট-দূর্গাবাটী বনায়ন সমিতি, আটুলিয়া, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা-এর পক্ষে সভাপতি, জি এম মোয়াজ্জেম হোসেন, পিতাঃ জি এম মকবুল হোসেন, আটুলিয়া, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।

- ঃ সমঝোতা স্মারক ঃ -

যেহেতু প্রথম পক্ষ উপকূলীয় পরিবেশ সংরক্ষণ কেন্দ্র (সিসিইসি) আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা IUCN-MFF এর সহযোগিতায় সুন্দরবন সংলগ্ন জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ শ্যামনগর এলাকায় সুন্দরবন নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর দারিদ্র বিমোচন, জীবনমান উন্নয়ন, ভেঁড়ীবাঁধ রক্ষা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে বসতবাড়ীর আঙ্গিনা, ধর্মীয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ওয়াপদা ভেঁড়ীবাঁধে বনায়নের এক মহতী উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছেন এবং দ্বিতীয় পক্ষ নওয়াবেকী-কূপট-দূর্গাবাটী বনায়ন সমিতির সদস্যবৃন্দ, সুন্দরবন নির্ভরশীল পেশাজীবী নদী ও ভাঙ্গন কবলিত এলাকায় বসবাস করায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব থেকে ওয়াপদা ভেঁড়ীবাঁধ রক্ষা, বসতবাড়ির ক্ষয়-ক্ষতি কমানো, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নকল্পে শ্যামনগরের পানি উন্নয়ন বোর্ডের ৫নং পোল্ডারের নওয়াবেকী-কূপট-দূর্গাবাটি ১২ কি.মি. ওয়াপদা ভেঁড়ীবাঁধে উপজেলা সামাজিক বনায়ন প্রকল্পের সিসিইসি'র নারকেল চারা রোপণ ও উপজেলা সামাজিক বনায়ন বিভাগ কর্তৃপক্ষের সম্মতিক্রমে নওয়াবেকী-কূপট-দূর্গাবাটী বনায়ন সমিতির সাথে আমরা উভয় পক্ষ অদ্য ইংরেজী ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৩ ইং তারিখ রোজ সোমবার নিম্ন স্বাক্ষীগণের সম্মুখে বিষয়ের মর্ম অবগত হইয়া নিম্নে বর্ণিত শর্তে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করিলাম।

- ঃ সমঝোতা স্মারকের শর্তাবলী ঃ -

১। প্রথম পক্ষ উপকূলীয় পরিবেশ সংরক্ষণ কেন্দ্র (সিসিইসি) সুন্দরবন নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকল্পে প্রতিষ্ঠান বনায়নের লক্ষ্যে নওয়াবেকী-কূপট-দূর্গাবাটী বনায়ন সমিতির সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরপূর্বক সমিতি ও তার সঙ্গে সম্পৃক্ত ৬০ জন সুফলভোগীকে নারকেল বৃক্ষরোপন, পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং অংশীদারিত্ব নিশ্চিতকরণের জন্য সুফলভোগী হিসাবে সম্পৃক্ত করিলেন।

২। প্রথম পক্ষ উপকারভোগী দল হিসেবে নওয়াবেকী-কূপট-দূর্গাবাটী বনায়ন সমিতির সদস্যবৃন্দকে সম্পৃক্ত করে বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করিবেন। উপকারভোগী দলের সদস্যবৃন্দ প্রধানত সুন্দরবন নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী বাওয়ালী-মৌয়ালী-জেলে, ভূমিহীন ও অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠী।

চলমান পাতা -২

৩। নওয়াবেকী-কৃপট-দুর্গাবাটী বনায়ন সমিতির উন্নয়ন ও সংস্কারের স্বার্থে রোপিত বৃক্ষ অপসারনের প্রয়োজন হইলে দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষকে উপযুক্ত সময় প্রদান পূর্বক লিখিতভাবে অবহিত করিবে এবং প্রথম পক্ষ তদানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৪। নওয়াবেকী-কৃপট-দুর্গাবাটী বনায়ন সমিতির কোন সদস্য, ব্যক্তি বা দল বনায়ন কার্যক্রমের সুবিধার্থে ভেঁড়ীবাঁধে পুনরায় বনায়ন কার্যক্রম করিলে তা প্রথম পক্ষকে অবশ্যই অবগত করিবেন।

৬। উৎপাদিত বৃক্ষ বা ফসলের বিক্রয় ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব প্রথম পক্ষের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে দ্বিতীয় পক্ষের উপর ন্যাস্ত থাকিবে। বিক্রয়লব্ধ অর্থের উপর উপজেলা সামাজিক বনায়ন প্রকল্পের সাথে ২০১০-২০১১ সনের রোপিত বৃক্ষের বিষয়ে সমিতির যে চুক্তি রহিয়াছে তাহা বলবৎ থাকিবে। তবে প্রথম পক্ষ তদারকি ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নারকেল গাছের অংশীদারিত্বের ১০% ভোগ করিবেন। তবে এই হার উভয়পক্ষের আলোচনার মাধ্যমে পরিবর্তিত হইলে তাহা সকল পক্ষই মানিয়া লইতে বাধ্য থাকিবে।

৭। গাছ কাটার প্রয়োজন হইলে বা গাছ মারা গেলে প্রথম পক্ষের অনুমতিক্রমে দ্বিতীয় পক্ষ উপকারভোগীদের দ্বারা মাটি বরাবর কর্তন করাইবে এবং উক্ত স্থান মাটি দ্বারা ঢাকিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিবে।

৮। উভয়পক্ষের সম্মতিতে প্রয়োজনবোধে সমঝোতা স্মারকে উল্লেখিত যে কোন শর্তের আংশিক বা সম্পূর্ণ পরিবর্তন, পরিবর্ধন কিংবা পরিমার্জন এবং নতুন শর্ত সংযোজন করা যাইবে।

৯। প্রাথমিকভাবে ১০ (দশ) বৎসরের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবে। পরবর্তীতে উভয় পক্ষ বাস্তব অবস্থার ভিত্তিতে আলোচনা করিয়া চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

১০। প্রতি তিন বছর পর পর সমঝোতা স্মারক পর্যালোচনার জন্য উভয়পক্ষ বাধ্যতামূলকভাবে আলোচনায় মিলিত হইবে। তবে প্রয়োজনবোধে বিশেষ কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হইলে যে কোন সময়ে এক পক্ষের আহ্বানে অপর পক্ষ আলোচনায় মিলিত হইয়া উদ্ভুত পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

১১। সমঝোতা স্মারকের কোন শর্ত ভঙ্গ করা যাইবে না। তবে কোন জটিলতার উদ্ভব হইলে পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে উহা নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

প্রথম পক্ষ ঃ	**দ্বিতীয় পক্ষ ঃ**
উপকূলীয় পরিবেশ সংরক্ষণ কেন্দ্র (সিসিইসি)-এর পক্ষে	নোয়াবেকী-কৃপট-দুর্গাবাটী বনায়ন সমিতি -এর পক্ষে
23/sept/2013	23/09/2013
(মিজানুর রহমান)	(জি এম মোয়াজ্জেম হোসেন)
পরিচালক	সভাপতি
উপকূলীয় পরিবেশ সংরক্ষণ কেন্দ্র (সিসিইসি)	আটুলিয়া, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।
সোনাডাঙ্গা, খুলনা।	

স্বাক্ষীগণের স্বাক্ষর ঃ

ক্র. নং	নাম	পদবী / ঠিকানা	স্বাক্ষর
১.	রবীন্দ্র নাথ মন্ডল	বুড়িগোয়ালিনী	Rabindra
২.	জি.এম. আসাদুল্লাহ	হরিকুপাট	[illegible]
৩.	মো: ইসরাত চৌধুরী-	প্রকল্প ম্যানেজার CCEC	[illegible]